গাংনীতে স্বতন্ত্র প্রার্থীর উপর হামলা ও রিভলবার ছিনতাইয়ের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী পৌর নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম ও তার সমর্থকদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার দুপুর আড়াইটার দিকে শিশিরপাড়া গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে।

এ ঘটনায় স্বতন্ত্র প্রার্থী ও বর্তমান মেয়র আশরাফুল ইসলাম ও তার ৫ কর্মী এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থীর চার কর্মী আহত হয়। হামলাকারীরা স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলামের ব্যক্তিগত রিভলবার ছিনিয়ে নিয়ে ফাঁকাগুলি বর্ষণ করে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ আশরাফুল ইসলামের।

এদিকে আশরাফুল ইসলামের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ তুলে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান আওয়ামীলীগ প্রার্থী আহম্মেদ আলী।

আহতদের কয়েক জনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

এদের মধ্যে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর কর্মী নাজমুল হোসেন (৩৫), উজ্জল হোসেন (২৫) ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক রোকনুজ্জামানকে
(২৫) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম জানান, সোমবার দুপুরে তিনি ও সমর্থকরা শিশিরপাড়ায় নির্বাচনী প্রচারে গেলে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আহম্মেদ আলীর সমর্থকরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে আশরাফুল ইসলামসহ ছয় জনকে আহত করে।

এসময় হামলাকারীরা আশরাফুল ইসলামের কাছে থাকা ৯ রাউন্ড গুলিসহ ব্যক্তিগত রিভলবার (৭.৬ ক্যালিবার) ছিনিয়ে নিয়ে ফাঁকা গুলি বর্ষণ করে পালিয়ে যায়।

সংবাদ পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে পাল্টা অভিযোগ করে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আহম্মেদ আলী বলেন, নির্বাচনের সময় ব্যক্তিগত বৈধ আগ্নেয়াস্ত্র অবৈধ হিসেবে বিবেচিত। আশরাফুল ইসলামের আগ্নেয়াস্ত্রটি জব্দ ও তাকে গ্রেপ্তারের দাবী জানান তিনি।

এ বিষয়ে গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বজলুর রহমান বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে ভোট প্রার্থনা করে ছাত্রলীগের লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে ভোট প্রার্থনা করে লিফলেট বিতরণ করেছে ছাত্রলীগ নেতা কর্মীরা।

সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড তুলে ধরে গতকাল রবিবার বিকালে গাংনী বাজারের বিভিন্ন দোকান ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে নৌকা প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন ও গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিকের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ নেতা কর্মীরা।

এ সময় মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ, সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দীন, জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি সাজাহান আলী, সহ-সভাপতি সোহান, যুগ্ম সম্পাদক রবিন, সাংগঠনিক সম্পাদক আশিকুর রহমান সাগর, ছাত্রলীগ নেতা রাকিবুল ইসলাম টুটুল, হিরোক ও মুন্নাসহ ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে দুই জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও দুই জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তারা সকলেই সদরে বাসিন্দা।

আজ রবিবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ১৪ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে পজেটিভ আসে দুই জনের। আর নেগেটিভ আসে ১২ জনের।

সূত্রে আরো জানা যায়, সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৫৩৮৫ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৭৫১ জন, সুস্থ ৬৭০ জন, মৃত্যু ১৭ জন ও ট্রান্সফার্ড ৬০ জন।

বর্তমানে পজিটিভ সংখ্যা ০৮ টি (সদরে ০২ গাংনীতে ০৩ মুজিবনগরে ০৩)।

ভিন্ন সূরে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয়- মেহেরপুর স্টেডিয়াম পাড়ার শিতল মন্ডল (৬৮), হিতিমপাড়ার শাহাবুদ্দিন (৬০)।

গাংনীর যুগিরগোফা গ্রামে এক মাসে ৫০ লাখ টাকার মাছ নিধন করল দুর্বৃত্তরা

সংসারের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে নিজস্ব দেড় বিঘা জমিতে পুকুর কেটে মাছ চাষ শুরু করেছিল গাংনীর যুগিরগোফা গ্রামের যুবক আসাদুজ্জামান। প্রায় ৫০ হাজার টাকার মাছ ছেড়েছিলেন তিনি। মাছগুলো বেশ বড় হয়েছিল। হঠাত করেই দেখেন পুকুরের মাছ মারা যাচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ভেবেছিলেন আবহাওয়ার কারণে মাছ মরে যাচ্ছে।

পরে পুকুরের পানি পরীক্ষা করে দেখা গেছে, পানিতে বিষ প্রয়োগের

ফলে পুকুরের সব মাছ মারাগেছে। এতে অন্তত ৫ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়। ঘটনাটি গেল ডিসেম্বরের ২৫ তারিখের। নিরাশ না হয়ে পুকুরের পানি সেচে নতুন ভাবে আবারো মাছ চাষ শুরু করেছেন তিনি। শুধু আসাদুজ্জামান নয় গেল এক মাসে গ্রামের ছয়জন মাছ চাষির পুকুরে গোপনে বিষ প্রয়োগে মাছ নিধন করা হয়েছে।

যুগির গোফা গ্রামের আব্দুল লতিফ জানান, গেল ডিসেম্বরের ১৭ তারিখে সকালে তিনি দেখতে পান পুকুরের মাছ মরে ভেসে উঠেছে। প্রথমে এটি পানির অক্সিজেন কমে যাওয়ার বিষয়টি মনে করলেও পরে দেখতে পান পাঁচ দিনের ব্যবধানে পুকুরের সব মাছ মরে গেছে। এতে ক্ষতি হয়েছে অন্ততঃ ৮ লাখ টাকার।

একইভাবে গ্রামের ঠান্ডু মিয়ার ২০ লাখ টাকার, আনিছ ও ইদ্রিসের ৮ লাখ খলিল মেম্বরের ১০ লাখ ও দুলু মিয়ার ৫ লাখ টাকার মাছ বিষ প্রয়োগে মেরে ফেলা হয়েছে। পুকুরে পাহারা বসানোর পরও অতি গোপনে এ কাজটি করেছে দুর্বৃত্তরা। গ্রামের মাছ চাষিরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

মাছ চাষিরা জানান, এমনিতেই মাছের পোনা ও খাদ্যের দাম বেশি। অথচ মাছের দাম পাওয়া যাচ্ছে না। তার পরও মাছ বিক্রি করে কোন রকমে পুুঁজ বাচানো সম্ভব হতো। অথচ দৃর্বৃত্তরা কৌশলে মাছ চাষিদের ক্ষতি করে পথে বসাচ্ছে। চাষিরা আরো জানান, ইতোপূর্বে পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা টহলে আসার কারণে চোর বা দৃর্বৃত্তরা এসব অপকর্ম করতে সাহস পেতো না। এখন টহল না থাকায় তারা সুযোগ পাচ্ছে।

গাংনী উপজেলা সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা হোসেন আহমেদ স্বপন জানান, মাছ চাষ বেশ লাভজনক হওয়ায় গাংনীর যুগিরগোফা গ্রামের যুবক ও প্রবাস ফেরতরা মাছ চাষ শুরু করেন। বেশ লাভবানও হয়েছিলেন তারা। সম্প্রতি বিষ প্রয়োগে মাছ নিধনের পর অনেকেই পথে বসার উপক্রম। বিষয়টি নিয়ে মাছ চাষিদের সাথে বৈঠক করা হয়েছে। সম্মিলিতভাবে পুকুর পাহারার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই সাথে দৃর্বৃত্তদেরকে সনাক্ত করে আইনের আওতায় নেয়ারও প্রক্রিয়া চলমান।

গাংনী থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) সাজেদুল ইসলাম জানান, ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশ ক্যাম্পকে বিষয়টি জানানো হয়েছে এবং টহল জোরদারের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

বামন্দীতে ব্যাংক এশিয়ার শীতবস্ত্র বিতরণ

গাংনীর বামন্দীতে দুঃস্থ ও শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ব্যাংক এশিয়া লিঃ বামন্দী শাখার উদ্যোগে ব্যাংক কার্যালয়ে দেড়শ জন দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, সাবেক চেয়ারম্যান আঃ আওয়াল, প্রবীণ চিকিৎসক ও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা নুরুল হুদা, বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল হক বাবু, শিক্ষক জান্নাত, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রবিউল হকসহ অন্যান্যরা।

মুক্তিযোদ্ধা নুরুল হুদা বলেন, ব্যাংক এশিয়ার পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র বিতরণকে সাধুবাদ জানাই, এই ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি আরো বেশি মানুষকে সহযোগীতা করার চেষ্টা করবে তাহলে অত্র এলাকার অসহায় মানুষ বেশি উপকৃত হবে।

ব্যাংক এশিয়া বামন্দী শাখার শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ জিয়াউর রহমান বলেন, এ এলাকার মানুষকে শুধু ব্যাংকিং সেবা নই, দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের কল্যাণে কাজ করে ব্যাংক এশিয়া। আপনাদের সহযোগীতা পেলে আরো বেশি বেশি সহযোগী করতে পারবে ব্যাংক এশিয়া লিঃ।

চাকুরী দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে টাকা নিয়ে উধাও প্রতারক সবুজ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামে সেনাবাহিনীর চাকুরী

দেওয়ার নামে সবুজ নামের এক যুবকের টাকা নিয়ে উধাও হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, রামনগর পশ্চিম পাড়া গ্রামের আকরাম আলীর ছেলে রাজিবকে সেনাবাহিনীতে চাকুরী দেওয়ার নাম করে সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা নিয়ে উধাও হয়েছেন চরগোয়াল গ্রমের রূপসী বাংলা ক্লাব পাড়ার রাজমিস্ত্রি বাদল হোসেনের ছেলে সবুজ।

রাজীবের বাবা আকরাম হোসেন জানান, আমার ছেলেকে সেনাবাহিনীর চাকুরী দেবে এমন শর্তে সাড়ে ৬ লক্ষ টাকার চুক্তি করে সবুজ ও বাদল। সবুজের বাবা বাদল আমার নিকট থেকে সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা নগদ গ্রহণ করেন। বাকী ২লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বাবদ আমার নিকট থেকে ব্যাংক চেক ও স্টাম্পে গ্রহণ করে। চাকুরী হলে বাকী টাকা পরিষদ করে চেক ও স্টাম্প ফেরত দেবে এমন শর্তে কথা হয় বাদলের সাথে।

তিনি আরো বলেন, আমার ছেলেকে চাকুরী দিতে পারেনি আমার টাকা ফেরত না দিয়ে সবুজ পালিয়েছে চেক ও স্টাম্প সবুজের বাবা বাদলের কাছে রয়েছে। আমি টাকা ফেরত চাইতে গেলে টাকা ফেরত না দিয়ে বিভিন্ন ভাবে হয়রানি করছে। আপনি যে বাদল ও সবুজকে টাকা দিয়েছেন তার প্রমাণ কি? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, আমার ছেলে রাজিব গোপনে টাকা দেওয়ার ভিডিও ধারণ করে রেখেছে মোবাইলে।

এবিষয়ে রাজিব জানান, সবুজ আমাকে এসএমএস করতে বলে, পরে সেনাবাহিনী থেকে এসএমএস আসার পরে আমাকে নিয়ে সবুজ যশোরে যায়। যশোরে যাওয়ার পর সবুজ আমাকে লাইনে যেতে নিষেধ করে। বলে যে তুমি এখানেই থাকো বিকেলে তোমার এপার্টমেন্ট লেটার আমি নিয়ে আসবো। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার পর সবুজ এসে বলে, এপার্টমেন্ট লেটার দিতে কয়দিন দেরি হবে তুমি বাসায় চলে যাও। সবুজের কথামতো বাসায় ফিরে আসি। পরে সবুজকে ফোন দিলে সবুজ আমার সাথে আর যোগাযোগ করে না। পরে জানতে পারি বাদল ও সবুজ বাড়ি থেকে পালিয়েছে।

এব্যাপারে সবুজের চাচা মুন্নার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, টাকা নেওয়ার বিষয়টি আমি শুনেছি, এমনকি সবুজ ও সবুজের বাবাকে বলেছি টাকা ফেরত দিতে। স্থানীয় একজন যুবক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, সবুজ কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজে লেখাপড়া করছে। তার সবচেয়ে বড় নেশা হচ্ছে মেয়ে ও নিত্যনতুন পোশাক।

সবুজ মানুষের সাথে প্রতারণা করে বিভিন্ন নামিদামি হোটেল ও বিভিন্ন দামি পোশাক ব্যবহার করেন। তার বাবা রাজমিস্ত্রি হলেও

ঠিকমতো কাজ পান না। তার পরেও মাঝে মাঝে প্রায় মোটরসাইকেল পরিবর্তন করেন দামি পোশাক কোথায় পান প্রশ্ন গ্রামের সাধারণ মানুষের।

এ ব্যাপারে সবুজের মুঠোফোনে একাধিক বার ফোন দিয়েও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি বজলুর রহমান জানান, এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ করেনি, অভিযোগ পেলে তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে অন্ত:সত্ত্বা মায়ের জীবন বিপন্ন, থানায় অভিযোগ

মেহেরপুর জেলার গাংনী পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের বাঁশবাড়ীয়া দক্ষিণ পাড়ার হাফিজুর রহমানের স্ত্রী এরিনা খাতুন (২৮) ও ছেলে রুমন (১১) কে তুচ্ছ ঘটনা কে কেন্দ্র করে ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে সজীব। সস্তান সম্ভাবনা মা এরিনা খাতুন এর বর্তমান জীবন বিপন্ন হওয়ার পথে।

মায়ের মাথায় ৪টি সেলাই হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার একই গ্রামে এনামুল হক এর ছেলে সজীবসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়।

এরিনা খাতুনের স্বামী হাফিজুর রহমান জানায়, ০৫/০১/২১তারিখে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। রোগি এরিনা খাতনের রেজি: নং-৯১/১২, রুমনের রেজি: নং-৯২/১৩। চলতি মাসের ২৬/০১/২১তারিখে সস্তান ডেলিভারী হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে আলট্রসোনোকারী চিকিৎসক ডা: পারভিয়া হোসেন(রাজ) জানান।

বাঁশবাড়ীয়া গ্রামের নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক ব্যক্তি জানান, এই পরিবারটি বিভিন্ন ধরনের অপকমের্র সাথে জড়িত পড়ছে। একে পর এক ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে তাই প্রশাসন ব্যবস্থা না নিলে সমাজে বিভিন্ন ধরনের অঘটন ঘটাতে থাকবে।

গাংনী থানায় তদন্ত ওসি সাজেদুর রহমান জানান, পুলিশ তার দায়িত্ব পালন করবে সে যে ব্যক্তি হোক না কেনো।

গাংনী পৌরসভার নির্বাচনে নৌকা প্রতিকে আহাম্মেদ আলীর ভোট প্রার্থনা

আসন্ন গাংনী পৌরসভার দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসছে। সুর্য অস্ত্র যাওয়ার সাথে সাথেই এগিয়ে আসছে নির্বাচনী ক্ষণ। প্রার্থীদের মধ্যেও শুরু হয়েছে প্রচারনার উৎসাহ। দিন যাওয়ার সাথেই প্রার্থীরা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ভোট প্রার্থনার জন্য দৌড়াচ্ছেন নৌকা পক্ষের প্রার্থী আহাম্মেদ আলী।

এবার নির্বাচণ অনুষ্ঠিত হবে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) পদ্ধতিতে। ডিজিটালাইজড নতুন পদ্ধতিতে ভোট প্রদান করতে উৎসাহ জেগেছে ভোটারদের মাঝে। গাংনী পৌর নির্বাচনে জয়লাভ হতে সরকার দলীয় প্রার্থী (নৌকা) প্রতিক পেয়েছেন একাধিকবারের সাবেক মেয়র আহাম্মেদ আলী।

তিনি তার নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডের আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেছেন। প্রতিদিনই চালাচ্ছেন নির্বাচনী প্রচারণা। অব্যাবহত রেখেছেন গণসংযোগ। ভোটারদের সাথে দোয়া চাচ্ছেন সাথে ভোট। ভোটাররাও শতস্ফুর্তভাবে তাকে কথা দিচ্ছেন নৌকার বিজয়ের ব্যপারে।

তবে ভোটাররা চাচ্ছেন ভোট কেন্দ্রে যাবার সুষ্ঠ্য পরিবেশ। ভোটারদের সাথে কথা বলেও মেয়র নির্বাচিত হওয়ার বিষয়ে আশ্বস্ত হচ্ছেন নৌকা প্রার্থী আহাম্মেদ আলী।

মেয়র প্রার্থী আহাম্মেদ আলী বলেন, আমরা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রার্থনা করছি। পৌরবাসী আমাকে অনেক ভালবাসেন। আমি তাদের সম্মান অক্ষুণ্য রাখার পাশাপাশি সকল চাওয়া পুরুনে সক্ষম হবো।

এবার গাংনী পৌরসভার নির্বার্চনে নৌকার বিজয় নিশ্চিত বলে আশাবাদ ব্যাক্ত করেন আহাম্মেদ আলী।

গাংনী পৌরসভায় সংসয় মুক্ত সুন্দর পরিবেশে ভোট হবে- জেলা প্রশাসক

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান বলেছেন, ইভিএমে সংসয় মুক্ত সুন্দর পরিবেশে ভোট হবে গাংনী পৌরসভায়। ডিজিটাল বাংলাদেশে আর ব্যালটে ভোট নয়।

আগামীতে বাংলাদেশের মানুষ ঘরে বসেই পছন্দের প্রার্থীকে ইভিএমে ভোট দিতে পারবে। ইভিএম নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। যারা ইভিএম নিয়ে ভয় পাচ্ছেন তাদেরকে আমাদের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ইভিএম বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে দেওয়া হবে। ইভিএমের ভোট এক প্রতীকের ভোট আরেক প্রতীকে যাওয়ার সুযোগ নেই।

গাংনী পৌরসভা নির্বাচনে পর্যাপ্ত পুলিশ, র্যাব, বিজিবি ও ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। সুষ্ট-সুন্দর পরিবেশের মাধ্যমে একজন মেয়র নির্বাচিত হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলা পরিষদ কক্ষে গাংনী পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন ২০২১ উপলক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সাথে প্রশাসনের আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, জেলা নির্বাচন অফিসার ও রিটার্নিং অফিসার আহমেদ আলী। অনুষ্ঠানে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ কারী মেয়র ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর প্রার্থী বৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি র বক্তব্যে জেলা প্রশাসক বলেন বলেন,

ভবিষ্যতে ঘরে বসে ভোট দিতে পারবেন ভোটাররা। ইভিএম নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। যারা ইভিএম নিয়ে ভয় পাচ্ছেন তাদেরকে আমাদের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ইভিএম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

আরো উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নুরে আলম সিদ্দিকী, গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ বজলুর রহমান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ডাঃ রিয়াজুল আলম, গাংনী উপজেলা নির্বাচন অফিসার আব্দুল আজিজ।

অনুষ্ঠানে মেয়র প্রার্থী হিসেবে বক্তব্য রাখেন, আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আহম্মেদ আলী, বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আসাদুজ্জামান বাবলু, স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম, আনারুল ইসলাম, ইসলামী শাষন আন্দোল বাংলাদেশের মেয়র প্রার্থী আবু হুরায়রা।

এ সময় কাউন্সিলর প্রার্থী হিসেবে বক্তব্য রাখেন, ৫ নং ওয়ার্ডের আতিয়ার রহমান, ২ নং ওয়ার্ডের মিজানুর রহমান, ৯ নং ওয়ার্ডের এনামুল ও সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর প্রার্থী আফিয়া খাতুন।

অনুষ্ঠানে গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি রমজান আলী, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলমসহ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ কারী মেয়র ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর প্রার্থী বৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।